Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 174 - 178
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 174 - 178
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোট গল্পে নারী জীবনের বহুমুখী উত্তরণ

পুষ্পা রায়
Email ID: pushparoy71@gmail.com

***Received Date** 11. 12. 2023*
***Selection Date** 12. 01. 2024*

Keyword
Short story, Modern women, Personable, Independent, Conscious, Progressive.

Abstract
The emergence of Suchitra Bhattacharya as a progressive writer in Bengali literature. She was also a progressive woman personally. She entered the Bengali literary world as a short story writer. Her writing focuses on the position and characteristics of women in the context of time and society, as well as the rough lives of the middle and lower classes. She is different in creating female characters. She has written many short stories which deal with various problems-crises, transitions in women's life. Every female character created by her is unique. She did not limit women to being daughters, wives and mothers, but taught them to live in their own identity. In her writings, we also find a picture of women's economic independence, where after divorce, the woman is not depend others, the woman who has abandoned her husband is fulfilling her responsibilities alone with children. In addition to self-reliance, we also find images of high-spirited, prejudice-free and inertia-free women in her collection. Because it is through a woman that new life comes to the world, both boys and girls. As a result, the mentality of the mother has more influence on the formation of the mentality of sons and daughters than that of the father. The story of such an ideal mother is also found in her short stories. In this way, she has led women from various problems and crises to the path of enlightenment. Being a woman, she not only wrote the life stories of women, but also talked about the state of mind of men in her various novels and short stories. She enriched Bengali literature not only by writing short stories and novels but also by writing famous detective stories.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 174 - 178
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নাম নির্দ্বিধায় বলা যায়। অন্তর আধুনিক মনস্ক হয়েও আধুনিক সমাজের নারীরাও যে নানান ভাবে সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক চাপে দলিত হচ্ছে তাদের জীবনের সেই যন্ত্রণা, সমস্যা-সংকট, উত্তরণ তাঁর লেখনীতে পাই। বিশ শতকের প্রায় শেষের দিকে তিনি বাংলা ছোট গল্পের জগতে প্রবেশ করেন। বিশ শতক ও তার পূর্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী অধিকার, আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম আমরা দেখে এসেছি। বিশ শতকের শেষ থেকে শুরু করে একবিংশ শতকে পৌঁছে ক্রমশ নারী সচেতন হয়ে ওঠে, সেই সংগ্রাম আরো প্রসারিত হয়। অর্থাৎ আগের শতকের নারীরা যা করতে পারেনি, তার গল্পের নারীরা তা করে দেখিয়েছে। বাবা-মা, স্বামী, সন্তান ত্যাগ করে নারী তার নিজস্ব পরিচয়, প্রকৃত ঠিকানার খোঁজে অন্বেষণরত। কারণ নারী জীবনের স্বার্থকতা শুধুমাত্র নারীত্বে। একবিংশ শতাব্দীর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দাম্পত্য বিচ্ছেদ। তাঁর গল্পে বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবনে নারীর শুধু সমাজ নয় আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়াই করে এগিয়ে যাওয়ার ছবি আমরা পাই। এগিয়ে চলাই তাঁর নারী চরিত্র গুলির বৈশিষ্ট্য। আর্থিক সংকটের পাশাপাশি তিনি নারীর মানসিক সংকটের দিকটিতেও আলোকপাত করেছেন। এইভাবেই তিনি নারীদের বিভিন্ন সমস্যা-সংকট থেকে শেষপর্যন্ত জীবনের আলোকিত পথে উত্তরণ ঘটিয়েছেন। কিন্তু স্বল্প পরিসর থাকার জন্য নারী জীবনের বহুমুখী উত্তরণে আমি কয়েকটি গল্প নির্বাচন করেছি শিখার ঠিকানা, আমি মাধবী, অচেনা ত্রিভুজ, দুই নারী, ময়না তদন্ত।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আজ পর্যন্ত নারীদের স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই। অথচ জীবন ভর নারী অনেক ঠিকানাই জমিয়ে তুলে, বিয়ের আগে পিতার ঠিকানা, বিয়ের পর স্বামীর ঠিকানা, আর বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের ঠিকানা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই ঠাঁই নাড়া হয়ে থাকতে হয়। নারীর স্থায়ী ঠিকানা নেই বলেই কী নারীর অধিকারবোধ নেই? নারীর নিজস্ব ঠিকানা তাহলে কী? বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রশ্নটিই ঘুরে ফিরে এসেছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পে ভিন্ন আঙ্গিকে। 'শিখার ঠিকানা' গল্পে নায়িকা শিখার প্রথম স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাই প্রথম স্বামীকে ডির্ভোস দিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নতুন সংসার করে নতুন ঠিকানায়। নতুন সংসারে অনিন্দ্যের পাশাপাশি মেয়ে মউ-ও আসে আবার তাঁর কোল জুড়ে। গল্পটি শুরু হয় শিখার দ্বিতীয় স্বামী অনিন্দ্য রোজ মেয়ে মউকে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে ঠিকানা মুখস্থ করায় ডাক নাম মউ, ভালো নাম কাঞ্চনকুন্তলা সেন, বাবার নাম অনিন্দ্য সেন, বাড়ি বালিগঞ্জ শুধু মাত্র এইটুকুই। অথচ অকল্পনীয় যন্ত্রণা নিয়ে যে নারী সন্তানের জন্ম দিল সন্তানের ঠিকানার সাথে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। যাইহোক অন্যদিকে শিখা আবার তার প্রথম সন্তান, প্রথম স্বামী দেবাশিস এর কাছে রেখে আসা মান্তকেও জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। তাই অনিন্দ্যের অনুমতি ছাড়াই মান্তুকে জন্মদিনের উপহার দিতে শিখা প্রাক্তন শ্বশুর বাড়িতে আসে। একদিন যে বাড়িটি ছিল শিখার ঠিকানা। সেদিন সে ছিল দেবাশিসের স্ত্রী, মান্তুর মা। আজও বাড়ির প্রতিটি কোণে তার স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন আর এটা শিখার ঠিকানা নয়। শিখার চিন্তা হয় বর্তমানে যেটা শিখার ঠিকানা, সেটাও তার নিজস্ব ঠিকানা তো? নাকি প্রথম স্বামীর মতো অনিন্দ্যের চাওয়া, না চাওয়া গাঁথা রয়েছে চার দেওয়ালে? তবে কি শিখার মাতৃত্ব, তার কোলে বেড়ে ওঠা সন্তান মান্তু প্রকৃত ঠিকানা খুজে দেবে। বরং না শিখা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছে এবং একটি মেয়ে রয়েছে জেনে ছেলে মান্তুও তাকে মিথ্যেবাদী বলে অপবাদ দেয়। অন্যদিকে মেয়েদের আরও দূর্ভাগ্যের বিষয় বিয়ের পর বাপের বাড়িও আর আপন থাকে না। দুঃখে, কষ্টে শিখা বাপের বাড়িতে গেলে, সেখানেও মায়ের কাছ থেকে অনেক বকাঝকা খেতে হয়, অনিন্দ্যকে না জানিয়ে প্রাক্তন শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। এই বিষয়ে শিখার ব্যক্তিগত ব্যাপার জানালে তাঁর মা নীলিমা বলে –

> "মেয়েদের অতো ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকতে নেই।থাকলেও সেটা স্বামীকে বাদ দিয়ে নয়।"[১]

দেবাশিসকে ডির্ভোস দিয়ে শিখা যখন কিছু দিন বাপের বাড়িতে আশ্রিত ছিল তখনও তার দাদা বৌদি ফুটন্ত শিসের মতো উপদেশ দিতে থাকত। দাদা বলত -

> "তোরও বড়ো জেদ বুড়ি। একটু আধটু সকলেরই ওরকম ঝগড়াঝাটি হয় তা বলে নিজের ঘর ছেড়ে এখানে চলে আসাটা বোকামি।"[২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 174 - 178
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কি অদ্ভুত যে ঘরে শিখা ছোট থেকে বড়ো হল সেই ঘরই আজ তার নিজের ঘর নয়। আসলে নারী একবার বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে সেই চৌকাঠ তার কাছে চিরকালের মতো উঁচু হয়ে যায়। দখল নিতে গেলে তখন বারে বারে হোচট খেতে হয়। তাই শিখা বাপের বাড়িতেও থাকে না এমনকি অনিন্দ্যের বাড়িতেও ফিরে না গিয়ে ঝড়ের গাঢ় অন্ধকারে বেড়িয়ে পড়ে, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে কে সে –

> "শিখা। শিখা ভাদুড়ি। না বাগচি। না না সেন। ঠিকানা কি তোমার?"[৩]

ঝড়ের অন্ধকার গাঢ় থেকে আরও গাঢ়তর হয় শিখা পরোয়া না উদভ্রান্তের মতো হেটে চলে প্রকৃত ঠিকানার খোঁজে "যে ঠিকানা হারায় না কখনো! যে ঠিকানায় সত্য শুধু! জন্ম মূহুর্ত।"[৪] সংসার জীবন পরিত্যাগ করে শিখার স্থায়ী ঠিকানার অন্বেষণ, যে ঠিকানা কখনো হারায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাথে থাকে এবং যেখানে তার একমাত্র পরিচয় হবে শিখা। এখানেই শিখার উত্তরণ।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের আরো একটি পৌরাণিক গল্প 'আমি মাধবী' গল্পে শেষ পর্যন্ত মাধবীর মনে পুরুষ সমাজের প্রতি এতটাই বিবসিতা জেগে উঠে ছিল, সে বাবা, স্বামী, পুত্র কারো আশ্রয়েই থাকতে না চেয়ে নারী জীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছিল। আয়োজিত স্বয়ম্বর সভায় ভাবতে ভাবতে তার হাতেই বরমালা শুকিয়ে যায় –

> "কাকে পরাব এই মালা? কোনো হর্ষাস্ব, দেববদাস, উশীনর অথবা বিশ্বামিত্রকে অথবা কোনো গালবকে? এদের একজনকেও না বাছার স্বাধীনতা আজ আমার আছে কিন্তু তারপর? বাবার কাছে থাকা সেও এক পুরুষের আশ্রয়েই থাকা বাবা মারা গেলে ভাইদের আশ্রয়, তারাও তো পুরুষ! অপেক্ষা করবো ছেলেরা কবে বড়ো হয়ে মাকে নিয়ে যায়? হায় ততদিনে তারাও তো আস্ত এক একটা পুরুষ মানুষ হয়ে যাবে।"[৫]

মাধবী রাজা যযাতির মেয়ে। মাতৃ পরিচয় অর্থহীন। কারণ কুমারী মেয়ের এছাড়া আর অন্য কোনো পরিচয় থাকতে নেই। গল্পটি যদিও পৌরাণিক অনুষঙ্গে লেখা তবে আজকের দিনে খুবই প্রাসঙ্গিক। তথাকথিত কিছু পুরুষ মানুষের কাছে নারী আজও পণ্যের জিনিস। রাজা যযাতি ঘোড়ার বিনিময়ে মাধবীকে গালবের হাতে তুলে দেয়। কারণ গুরুদক্ষিণার জন্য গালবের আটশো ঘোড়ার প্রয়োজন। প্রথম দেখাতেই মাধবী গালবের প্রেমে পড়ে যায়। এই সময় তার মনে হয় কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে বিপদে সাহায্য করাই নারীর ধর্ম। ঘোড়া সংগ্রহের জন্য এরপর মাধবীকে একের পর এক রাজার সঙ্গে সহবাস করে পুত্র সন্তান দিতে হয়। এমনকি গালবের গুরু বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সহবাস করে পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে গুরুদক্ষিণা পূরণ করে। অবশেষে যখন গালবের সহধর্মিনী হতে চায়, গালব তাকে 'অন্যপূর্বা নারী' অ্যাখ্যা করে প্রত্যাখ্যান করে। শুধু এই শেষ নয় এরপর সে বাবার বাড়িতেই আশ্রিতা থাকতে পারত। কিন্তু তা না ঘরে অবিবাহিত মেয়ে থাকলে বাবার নাকি স্বর্গে ঠাঁই হবে না। তাই রাজা যযাতি আর পাঁচ ছেলে মিলে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করে। স্বয়ম্বর সভায় মাধবী কারো গলায় বরমালা দেয় না। উল্টে পরিকল্পনা করে-জঙ্গলে চলে যাবো। বাঘ ভাল্লুক শিয়াল কুকুরদের জগত কি মানুষের সমাজের চেয়ে হীন কিছু হবে?[৬]

দাম্পত্য বিচ্ছেদের গল্প সুচিত্রা ভট্টাচার্য জীবনভর অনেক লিখেছেন। বিচ্ছেদের কারণ স্ত্রী গৃহবধূ, স্বামী পরকীয়ায় আসক্ত। ফলত স্ত্রী মেনে নিতে চায়না বলে সম্পর্কে টানাপোড়েন ও শেষে বিবাহ বিচ্ছেদ। তবে দাম্পত্য বিচ্ছেদের পর তাঁর সৃষ্ট নারী অনিশ্চিত জীবনে পাড়ি দেয় নি কিংবা পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চায় নি। সন্তানের জন্য একাই আর্থিক সংকটের সাথে লড়াই করে আলোকিত জীবনে এগিয় গেছে।ফলত নারীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য বাপের কাছেও হাত পাততে হয়নি। অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভরশীল হয়ে সন্তান সহ নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। 'অচেনা ত্রিভুজ' গল্পে মল্লিকার স্বামী হিমাদ্রি রায় একজন কলেজ শিক্ষক।কলেজের এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে বউ বাচ্চা ফেলে চলে যায়। দ্বিতীয় প্রেমে মত্ত হয়ে স্ত্রী ও সন্তানের সাধারণ দায়িত্ব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে তার স্ত্রী মল্লিকা স্বামী যখন তাকে ফেলে চলে যায় তখন সে চাকরি বাকরি কিছুই করত না। দেখা যায় সে স্বামীর আশায় বসে থাকেনি। আবার দুর্যোগের দিনে বাবা মায়ের কাছেও সাহায্য চায়নি। বরং সে একাই লড়াই করে নিজের পায়ে দাঁড়ায় পুনেতে একটা ছোট্ট ফার্মে জোগাড় করে চাকরি। তারপর নিজের উদ্যোগেই কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়ে আস্তে আস্তে বেশ প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে নিজেকে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 174 - 178
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আরো একটি গল্পে এই স্বামী পরিত্যক্তা নারীই আবার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীকে আর্থিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। 'দুই নারী' গল্পে দুটো নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। অতসী ও তন্দ্রা। অতসী হিমাদ্রির স্ত্রী আর তারপরও তন্দ্রার সাথে একটা অবৈধ সম্পর্ক রাখে। অর্থাৎ লেখিকার কথায় -

> "অতসী কে ছিল সঞ্জয়ের? তন্দ্রাই বা কে! এক অর্থে দুজনেই তো পৃথক পৃথক দুটো পরগাছা মাত্র। সঞ্জয়েরই অর্থে লালিত সঞ্জয়েরই তৃষ্ণায় জারিত।"[৭]

অতসী যখন সঞ্জয় ও তন্দ্রার সম্পর্ক জানতে পারে, তখন তন্দ্রার কাছে অনেক অনুনয় করে তার স্বামীর জীবন থেকে চলে যেতে। কিন্তু তন্দ্রাও নিরুপায় তার কারণ ইতিপূর্বে সে সঞ্জয়ের সন্তানের মা হতে চলেছে। অতসীর সঞ্জয়ের স্ত্রী হিসাবে তাও একটা সামজিক পরিচয় ছিল কিন্তু তন্দ্রার তো সেটাও নেই। তবে সঞ্জয় যতদিন বেঁচে ছিল তন্দ্রার কোনো সমস্যা বা অভাব হয়নি। মেয়ে হওয়ার পর সঞ্জয় জোড় করে তার চাকরি ছাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সঞ্জয়ের হঠাৎ মৃত্যুর পর তন্দ্রার জীবনে চারিদিক দিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা নেমে আসে। পরিশেষে অর্থের সাহায্যের জন্য তন্দ্রা অতসীর কাছেই যায়। কুড়ি বছর পর তন্দ্রাকে দেখে অতসীর গা জ্বলে উঠলেও পরে তন্দ্রার কথা ভেবে বড়ো কষ্ট হয়। তন্দ্রা জানায় আমার জায়গায় –

> "আমি না হয়ে অন্য কেউ হতে পারত, কিংবা আপনি না হয়ে আর কেউ। একটু খানি সামাজিক চিহ্ন ছাড়া আপনার আমার আলাদা পরিচয় আছে কি?"[৮]

সত্যি তো সঞ্জয়ের সামাজিক স্ত্রী ছাড়া তার তো আরও একটা পরিচয় আছে সে একজন নারী। তাই একজন নারী হয়ে আরেক জন নারীর পাশে থাকা তাঁর কর্তব্য। অবশেষে অতসী তন্দ্রার হাতে হাত রাখে। আর এই খানেই তাঁর উত্তরণ।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্পগুলো একদম ভিন্ন স্বাদের এবং সমাজ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তাও একটু ভিন্ন রকমের। তাঁর মতে-

> "সত্যি যদি নারী স্বাধীনতার, নারী প্রগতীর যুগ এসে থাকে, তাহলে এখনও একইরকম দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি কেন? কেন আমাদের জানতে হয় উনিশশো চুরানব্বই থেকে আটানব্বই – মাত্র এই পাঁচ বছরে শুধু পশ্চিম বাংলাতেই পণপ্রথার প্রতক্ষ ও পরোক্ষ বলি হয়েছে অন্তত সাড়ে ছয় হাজার মহিলা?"[৯]

এর জন্য কি শুধুই পুরুষ সমাজ দায়ী মেয়েরাও কি সমান ভাবে দায়ী নয়? আলোচ্য 'ময়না তদন্ত' গল্পে অনসূয়ার দুই মেয়ে ঝনু আর সনু। অনসূয়া খুব সাধারণ একজন ঘরণী। বিয়ের পূর্বে সে কোন দিনও বাবার মুখের উপর কথা বলতে পারেনি। ফলতঃ প্রেম করা সত্বেও বাবার পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে করতে হয়, এমনকি বিয়ের পরও স্বামীর ইচ্ছের পুতুল হয়ে থাকে। কোনো দিনও কোনোকিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। তবে নিজের মেয়েদের সেভাবে দেখতে চায়নি। মেয়েরাও তাই হয় সাহসী, স্পষ্টবাদীনী। বড়ো মেয়ে ঝনু বিয়ের আগে বাবার মত থাকা না সত্বেও মিউজিক টিচারের চাকরি করত। কিন্তু বিয়ের কথা শুনে, সেই মুখরা মেয়েই আবার মোমবাতির মতো গলে পড়ে। এতটাই গলে পড়ে যে –

> "শিশিরের বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ লইলেন। ঝনু শুনিয়াও শুনিল না। নিজের শাড়ি গহনার ডিজাইন পছন্দ করিতে লাফাইতে লাফাইতে দোকানে ছুটিল।"[১০]

ছোট মেয়ে সনুও তাই নিজের পছন্দমত ছেলেকে বিয়ে করবে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলেও, বিয়ের পূর্বে যৌতুকের আলোচনা শুরু হলে সনু প্রকাশ্যে জানায়-

> "আমার প্রেমের বিয়ে বলে কি আমি ফাঁকিতে পড়িব? দিদির বেলায় তোমরা কম ঘটা করো নাই। তা ছাড়া সুদিপ্তও তোমাদের জন্য যথেষ্ট করেছে। তাহাকে তোমরা কোনো মতেই বঞ্চিত করিতে পারো না।"[১১]

বড়ো মেয়ে ঝনু শিক্ষিত হয়েও পণের ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছে আর ছোট মেয়ে উল্টে দাবী করেছে। এসবের জন্য অনসূয়া নিজের চরিত্রকে দোষারোপ করে। সে নিজে যদি পণের ব্যাপারে সজাগ থাকত, আত্মসম্মানবোধ থাকত। তাহলে তার মেয়েদের আজকে হীন দশা হত না। কারণ একজন মায়ের মানসিকতা মেয়ের চরিত্র তৈরিতে প্রভাব ফেলে একথা বলাই বাহুল্য। এই খানেই এই গল্পটির সার্থকতা।

প্রগতিশীল লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সৃষ্ট প্রত্যেকটি নারী চরিত্র অসাধারণ। 'শিখার ঠিকানা' ও 'আমি মাধবী'গল্পে শিখা, মাধবী পুরুষতন্ত্রের শিকড় ছিঁড়ে, শেষপর্যন্ত কোনো পুরুষের ঠিকানায় বাঁচতে না চেয়ে স্থায়ী ঠিকানায় নিজ পরিচয়ে বাঁচতে চেয়ে নারী জীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছে। তেমনি অচেনা ত্রিভুজ, ও দুই নারী গল্পে স্বামী পরিত্যক্তা নারী মল্লিকা ও অতসী চরিত্রের দ্বারা নারীর আর্থিক সংকট থেকে উত্তরণের ছবি পাই এবং ময়না তদন্ত গল্প একজন জড়তাযুক্ত মা হয়ে পরবর্তীতে সচেতন, জড়তা বিহীন মায়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে এই খানেই তার উত্তরণ।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প, দেজ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৬৯
২. তদেব, পৃ. ১৬৯
৩. তদেব, পৃ. ১৭১
৪. তদেব, পৃ. ১৭১
৫. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রথম পর্ব, পুষ্প-১৩ বি ব্লক বাহুর এভিন্যু, কলকাতা-৫৫ পৃ. ৫৯
৬. তদেব, পৃ. ৫৯
৭. তদেব, পৃ. ১৬০
৮. তদেব, পৃ. ১৬১
৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, বর্ণময়, লালমাটি প্রকাশন ৩শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩৬০
১০. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, শ্রেষ্ঠ গল্প, দেজ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা৭৩,প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ১৩০
১১. তদেব, পৃ. ১৩৫

Bibliography:

ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'বর্ণময়', লালমাটি প্রকাশন ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৬
ভট্টাচার্য, সুতপা, 'মেয়েলি পাঠ', পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০০
ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'নারী চেতনা : মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৭